পয়েন্ট ভাগাভাগি দু'দলের, চাপ বাড়ল নাইটদের
ইডেনে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত কলকাতা-পাঞ্জাব ম্যাচ

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: অদিতি সাহা

ম্যাচ পুরো হলে জিততো কিনা তার উত্তর অজানাই রইল, তবে ঘরের মাঠে ম্যাচ পণ্ড হয়ে গিয়ে প্লে অফের দৌড়ে চাপেই পড়ল নাইট রাইডার্স। আইপিএলে ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়ে গেল। কেকেআরের সামনে জেতার জন্য ২০২ রানের টার্গেট রেখেছিল পাঞ্জাব কিংস। নাইটরা জবাবে ১ ওভারে বিনা উইকেটে ৭ রান তোলার পরই ঝড় শুরু হয়, তারপর বৃষ্টি নামে।

ঝড় উঠতেই ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেলা হয় গোটা মাঠ। এরপরই শুরু হয়ে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। তাতে ইডেনে থমকে যায় নাইট রাইডার্সের ব্যাটিং।অন্যদিকে ঝড়ের দাপটে আচমকাই অন্ধকারে ডোবে ইডেনের প্রেস বক্স সহ ক্লাব হাউজের একাংশ। বন্ধ হয়ে যায় প্রেস বক্সের সমস্ত টিভি। হাই সিকিউরিটি জোনে নামে অন্ধকার।

পৌনে ১১টা নাগাদ বৃষ্টি কমে আসায় আশার আলো দেখা গেলেও তা হয়নি। ৫ ওভারের ম্যাচ শুরুর সময়সীমা ছিল রাত ১১টা ৪৪ মিনিট। যদিও শেষে বৃষ্টির কারণেই খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। টস জিতে পাঞ্জাব কিংস ৪ উইকেটে ২০১ তুলেছিল। প্রভসিমরণ সিং ৪৯ বলে ৮৩, প্রিয়াংশ আর্য ৩৫ বলে ৬৯, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৮ বলে ৭, মার্কো জানসেন ৭ বলে ৩ রান করেন। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ১৬ বলে ২৫ ও জশ ইনগ্লিস ৬ বলে ১১ রানে অপরাজিত থাকেন। বৈভব অরোরা ৪ ওভারে ৩৪ রানে ২ উইকেট নেন। বরুণ চক্রবর্তী ৪ ওভারে ৩৯ ও আন্দ্রে রাসেল ৩ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ১টি করে উইকেট নেন।

কলকাতা ঘরের মাঠে রান তাড়া করতে নেমে ১ ওভারে বিনা উইকেটে ৭ রান তোলে। সুনীল নারিন ৩ বলে ৪ ও রহমানুল্লাহ গুরবাজ ৩ বলে ১ রানে অপরাজিত থাকেন। এই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় পাঞ্জাব কিংসের ৯ ম্যাচে হলো ১১ পয়েন্ট। পাঞ্জাব রইল চারে। আর কেকেআর রইল সপ্তম স্থানে। কেকেআর যদি বাকি পাঁচটি ম্যাচেই জেতে তাহলে তাদের পয়েন্ট হবে ১৭। প্লে-অফে যেতে অসুবিধা হবে না। চারটি ম্যাচ জিতলে কেকেআর শেষ করবে ১৫ পয়েন্টে। তাতে পড়তে পারে চ্যালেঞ্জের মুখে।

দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েও কেরালাকে হারিয়ে সেমিতে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনভিজ্ঞদের নিয়ে গড়া দল মাঠে নামিয়েও বাজিমাত করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শনিবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে কলিঙ্গ সুপার কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ফর্মে থাকা কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-১-এ হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠে পড়ল। এ দিন কেরালার দলকে হারাতে সেই রাজ্যেরই দুই ফুটবলারের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহাল আব্দুল সামাদ ও আশিক কুরুনিয়ানের দাপটে এ দিন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ব্লাস্টার্সের রক্ষণ।

২১ মিনিটের মাথায় সহালের গোলে এগিয়ে যায় আইএসএলের জোড়া খেতাবজয়ীরা। ৫১ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়িয়ে নেন সুহেল ভাট, যাঁকে মাপা ক্রস দিয়ে প্রায় গোল সাজিয়ে দেন আশিক। ম্যাচের শেষ দিকে সংযুক্ত সময়ে একটি গোল শোধ করেন পরিবর্ত ফরোয়ার্ড শ্রীকুট্টন এমএস। সারা ম্যাচে নিজেদের অসাধারণ রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে নিজেদের দুর্গ রক্ষা করলেও, যখনই সুযোগ পেয়েছে, আক্রমণে উঠেছে এবং সাফল্যও পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

গত ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে রীতিমতো দাপুটে ফুটবল খেলে যারা জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি এ দিন অদ্ভুত ভাবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দ্বিতীয় সারির দলের কাছে মাথা নত করে। আক্রমণ, মাঝমাঠ ও রক্ষণ, কোনও বিভাগেই ছন্দ বজায় রাখতে পারেননি নোয়া সাদাউই, জেসুস জিমিনিজরা। প্রতিপক্ষের সুপরিকল্পিত ফুটবলের সামনে প্রায় আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায় তাদের। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এ দিন প্রথম এগারোয় আইএসএলের দলে থাকা সাতজনকে মাঠে নামিয়েছিল। এঁদের বেশিরভাগকেই অবশ্য রিজার্ভ বেঞ্চে বসে কাটাতে হয়েছে। বাকিরা যুব দলের। কিন্তু উজ্জীবিত ফুটবল খেলে এই সুযোগ ভরপুর কাজে লাগান তাঁরা। সুপরিকল্পিত ফুটবল খেলে কলিঙ্গ সুপার কাপের শেষ চারে পৌঁছে এ বার তাদের সামনে হয় এফসি গোয়া, নয় পাঞ্জাব এফসি। ম্যাচের পরে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের গর্বিত কোচ বাস্তব রায় বলেন, 'আমাদের ছেলেরা আবার একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পেল, এটাই সবচেয়ে ভাল। আমাদের সিনিয়াররা ওদের খুব ভাল সাপোর্ট করেছে। জুনিয়াররাও যথেষ্ট মানসিক শক্তি নিয়ে খেলেছে। ওরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছে। সে জন্যই দু'গোল করে জিততে পারলাম আমরা'।

ইডেনে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে কেকেআরের ম্যাচ দেখতে হাজির আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া, পাশে বসে সিএবির প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে।

পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংসের পরই কালবৈশাখীর দাপট ইডেন জুড়ে। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি। পিচ কভারে ঢাকল মাঠ।

পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংসের পরই সবে শুরু হয়েছে নাইটদের ইনিংস। এরমধ্যেই কালবৈশাখীর দাপট ইডেন জুড়ে। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিও। আচমকা ঝড়ে অন্ধকারে ডুবল ইডেনের প্রেস বক্স সহ ক্লাব হাউজের একাংশ। বন্ধ হয়ে গেল প্রেস বক্সের সমস্ত টিভি। হাই সিকিউরিটি জোনে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

ফাইনালে ভবানীপুর-ইস্টবেঙ্গল

অনুষ্টুপ মজুমদার করেন ১৫৪ রান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটের ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের। সিএবি লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে মোহনবাগানকে ৭৭ রানে হারায় লাল হলুদ । এই জয়ের ফলে ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ডিভিশনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে ভবানীপুর। কারণ, অন্য সেমিফাইনালে কালীঘাট ক্লাবকে ২৫৮ রানে হারিয়েছে।

আইপিএলের বেতন নিয়ে আবার বিদ্রোহী গাওস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরোয়া ক্রিকেটে কম বেতন পাওয়া নিয়ে অতীতে বার বার সরব হয়েছেন তিনি। আরও এক বার মুখ খুলতে দেখা গেল সুনীল গাওস্করকে। আইপিএল এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে বেতনের যে অসাম্য রয়েছে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, অবিলম্বে বেতনে ভারসাম্য আনা দরকার। আইপিএলের মহা নিলামে বৈভব সূর্যবংশীর মতো ১৪ বছরের ক্রিকেটারও কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন। অতীতে অনেক ক্রিকেটার প্রচুর দাম পেলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেননি। সেটাই পছন্দ নয় গাওস্করের। তাঁর মতে, ব্যাটারের প্রতিভা অনুযায়ী দাম দেওয়া উচিত। গাওস্কর লিখেছেন, একটা মরসুমে ভাল খেলেই পরের মরসুমে হারিয়ে যাচ্ছে, আইপিএলে এমন উদাহরণ বহু রয়েছে। কিন্তু রঞ্জি ট্রফিতে সারাজীবন খেলে যে টাকা পাওয়া যায়, তার থেকে অনেক বেশি পাওয়া যায় এক মরসুম আইপিএলে খেললে।

দর্শকদের কাছে আইপিএলের গ্রহণযোগ্যতা এবং বিরাট মাপের সম্প্রচারস্বত্ব থাকায় এই অসাম্য থাকবেই। তবে আইপিএলের থেকে তিন গুণ ম্যাচ ঘরোয়া ক্রিকেটে যারা খেলে, তাদের জন্য এটা খুব খারাপ। গাওস্করের সংযোজন, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো আরও একটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই। গোটা মরসুমে রঞ্জি, বিজয় হজারে এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সব ম্যাচ খেললেও হয়তো আইপিএলের ন্যূনতম মূল্য ৩০ লাখ টাকাও উপার্জন করতে পারে না অনেকে। মুম্বইয়ের মতো রাজ্য সংস্থা যদি বোর্ডের মতো বেতন রঞ্জির ক্রিকেটারদের দিতে পারে, তা হলে এই অসাম্য একটু হলেও কমবে।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

মোদি সরকারের কাছে কাতর আর্জি পাকিস্তানি সীমার

লখনউ, ২৬ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর সমস্ত পাকিস্তানিকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এই নির্দেশিকার জেরে বিপাকে পড়েছেন প্রেমের টানে ভারতে এসে সংসার পাতা সীমা হায়দার। সরকারি নীতি অনুযায়ী, ভারত ছাড়তে হবে তাঁকেও। রীতিমতো বিপাকে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় মোদি সরকারের উদ্দেশে সীমার আর্জি, 'আমি পাকিস্তানের মেয়ে ছিলাম, কিন্তু এখন ভারতের পুত্রবধূ। দয়া করে আমাকে আর ওখানে ফেরত পাঠাবেন না।'

প্রেমের টানে দু'বছর আগে চার সন্তান-সহ নেপাল সীমান্ত হয়ে অবৈধভাবে ভারতে এসেছিলেন সীমা। বিয়ে করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের শচিন মিনার সঙ্গে। এখানে এসে হিন্দু ধর্মও গ্রহণ করেন তিনি। তখন থেকেই নানা কারণে শিরোনামে সীমা হায়দার। নানা আইনি টানাপোড়েনের মাঝেও এদেশে সুখেই সংসার করছিলেন তিনি। শচিনের সঙ্গে এক কন্যা সন্তানেরও জন্ম দেন তিনি। তবে কাশ্মীরে নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় সব হিসেব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে সীমার সংসারে। ভারত ছাড়ার আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে তাঁকে।

গুজরাতে আটক ৫০০ বাংলাদেশি নাগরিক

আমদাবাদ, ২৬ এপ্রিল: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন, পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠান। এরপরই তৎপরতা বেড়েছে একাধিক রাজ্যে। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার আবহে 'অ্যাকশন মোডে' গুজরাত পুলিশও। শুক্রবার রাতভর অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়েছে ৫০০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে। অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার অভিযোগে তাঁদের পাকড়াও করা হয়েছে। শনিবারেও জারি ছিল তল্লাশি অভিযান। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে গুজরাত পুলিশ

ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-এর যৌথ অভিযান শুরু হয় প্রথমে আমদাবাদে। প্রথম কয়েক ঘণ্টাতেই একশোর বেশি বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আরও অনুপ্রবেশকারীর খবর পায় তদন্তকারীরা। জায়গায় জায়গায় ধরপাকড় আরও জোরদার হয়। সব মিলিয়ে আমদাবাদ থেকে ৪০০ ও সুরাত থেকে ১০০ জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা সকলেই অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিলেন। রাজ্যে কাজকর্মও করছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারও কাছেই বৈধ কোনও নথিপত্র নেই। তাই সকলকে আটক করা হয়েছে। শীঘ্রই সকলকে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

ইরানে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ঝলসে মৃত ৪, আহত ৫০০

তেহরান, ২৬ এপ্রিল: ইরানের বন্দরনগরী বন্দর আব্বাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৫০০ জন। এদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর আহত। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা। আমেরিকার সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যেই বিস্ফোরণে প্রশ্ন উঠছে। যদিও আমেরিকার 'বন্ধু' ইজরায়েলের সেনা ঘোষণা করেছে, এই বিস্ফোরণের সঙ্গে তারা যুক্ত নয়।

রাজধানী তেহরান থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দরটি। ইরানের শুল্ক দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার (জ্বালানি তেলের) কন্টেনার ইয়ার্ডে বিস্ফোরণের ঘটেছে। উল্লেখ্য, বন্দর আব্বাস ইরানের সবচেয়ে আধুনিক সামুদ্রিক বন্দর। ইরানের অর্থনীতির জন্য বন্দরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই পৃথিবীর মোট উৎপাদিত জ্বালানি তেলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিবহণ হয়ে থাকে। পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যে এই বন্দরে বিস্ফোরণে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে।

আমেরিকার শর্ত অনুযায়ী, পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর না করলে ইরানে নজিরবিহীন বোমাবর্ষণ হবে, মাসখানেক আগে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর এদিন বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণ। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, শহিদ রাজাই বন্দরে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি জ্বালানি তেলের কন্টেনারে বিস্ফোরণ হয়। ৫০০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে একাধিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গুঁড়িয়ে দেওয়া হল আরও ৩ জঙ্গির বাড়ি
পহেলগাঁও হামলার বদলা

শ্রীনগর, ২৬ এপ্রিল: প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে সারা দেশ, তাই আর রেহাই নয়। পহেলগাঁওয়ের হামলার বদলা নিতে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে ভারতীয় সেনা। ইতিমধ্যেই গত ৩৬ ঘণ্টায় কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচ জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারই পহেলগাঁও হামলায় সরাসরি জড়িত দুই জঙ্গির বাড়ি ধ্বংস করা হয়। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত আরও তিন সক্রিয় জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল সেনা। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও তিন সন্দেহভাজন জেহাদিকে।

কাশ্মীরের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, শুক্রবার রাত থেকেই লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে সেনা। প্রথমে পুলওয়ামার মুরান অঞ্চলে লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি ইশান উল হকের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর কুলগাঁওয়ে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হয় ২০২৩ সাল থেকে সক্রিয় জঙ্গি জাকির আহমেদ গানিয়ার বাড়ি। শনিবার সকালে সেনার পরবর্তী টার্গেট হয় আদিল ঠোকর ওরফে আদিল গুরির বাড়িও গুঁড়িয়ে দেয় সেনা। সূত্রের খবর, ২০১৮ সালে আদিল সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে দীর্ঘ ট্রেনিং নেয় এবং গত বছর কাশ্মীরে ফেরে। পহেলগাঁও হামলার পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তারই।

পহেলগাঁওয়ে মঙ্গলবার দুপুরে বৈসরণ ভ্যালি রিসর্টে হামলা চালায় চার জঙ্গি। তাদের মধ্যে দু'জন পাকিস্তানি এবং বাকি দু'জন কাশ্মীরি। কাশ্মীরি জঙ্গিদের মধ্যে অন্যতম ছিল আসিফ শেখ। এদের পথ দেখিয়েছিল আদিল ঠোকর।

অন্যদিকে, সেনা-প্রশাসন বেছে বেছে জঙ্গিদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক ধরপাকড় চালাচ্ছে। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া বিশেষ অভিযানে তিন সক্রিয় জঙ্গি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কুলগাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে শনিবার সকালে ধরা হয় ওই দু'জনকে, যারা হামলাকারী জঙ্গিদের সহযোগী বলে মনে করা হচ্ছে।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 76/PWD/ROAD/BMC, Dated-25/04/2025
(ii) NIT No. 146/PHE(C)/BMC (2nd call), Dated-25/04/2025. e-Tender has been invited for (i) Upgradation of Road in ward no. 10 (ii) Different type of water related job under BMC. **For details, please follow [Tender Id (i) 2025_MAD_839294_1, (ii) 2025_MAD_839280_1 to 3] in www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board. **Last date of Bid submission - (i) 19/05/2025 up to 3:00 p.m. and (ii) 10/05/2025 up to 3:00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
KRISHNANAGAR, NADIA

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ME/NIT-1/2025-26** for "Construction of sinking of one no. Tubewell 135 Mtr. deep by D.R. method with UPVC pipe & UPVC Ribbed Strainer at Uttar Kalinagar near Rainbow Club Math Ward-6 Under Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2025_MAD_838918_1**.

Sd/- Chairman,
Krishnanagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**